কুষ্টিয়ায় মুখরিত পিঠা উৎসব: উচ্ছ্বাসে আগত দর্শনার্থীরা

বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে পিঠা। যখনই পিঠা-পায়েস, পুলি কিংবা নাড়ুর কথা উঠে তখনি যেন শীত ঋতুটি আমাদের চোখে ও মনে ভেসে ওঠে। প্রতি শীতেই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা পুলির উৎসব।

খাদ্যরসিক বাঙালি প্রাচীনকাল থেকে প্রধান খাদ্যের পরিপূরক মুখরোচক অনেক খাবার তৈরি করে আসছে। তবে পিঠা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। শুধু খাবার হিসেবেই নয় বরং লোকজ ঐতিহ্য এবং নারীসমাজের শিল্প নৈপুণ্যের স্মারক রূপেও পিঠা বিবেচিত হয়।

তেমনি কুষ্টিয়া পৌরসভার বটতলায় তিনব্যাপী পিঠা উৎসবের আয়োজন করে কুষ্টিয়া নারী উদ্যোক্তা।

শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী এ পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি বলেন, বাঙালির ঐতিহ্য প্রবাহেরই একটি অংশ হচ্ছে পিঠা। এ দেশের লোকসংস্কৃতিরও অংশ সবার প্রিয় এই খাদ্যটি। আর পিঠাশিল্পীদের বানানো প্রতিটি পিঠায় থাকে প্রাণের ছোঁয়া, মিশে থাকে আবেগ- এটি পৃথিবীতে বিরল।

তিনি বলেন, পিঠা উৎসবের মুলেই রয়েছে ঢেঁকি। অথচ এখনকার মানুষ এই ঢেঁকি সম্পর্কে জানেই না। ঢেঁকি যেন জাদুঘরে রাখা লাগবে আগামীতে। তাই কুষ্টিয়ার নারী উদ্যোক্তারা যেভাবে আজকের এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করায় ধন্যবাদ জানাই। তবে বরিশালের মেয়েরা পিঠা তৈরীতে আরও বেশি পারদর্শী। প্রয়োজনে বরিশাল গিয়ে আমাদের মা-বোনদের পিঠা তৈরী করা শিখে আসতে পারে বলেও যোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, ঢাকায় পিঠাঘর রয়েছে। যেখানে হরেক রকমের পিঠা তৈরী করা হেয়ে থাকে। তাই কুষ্টিয়াতে এরকম একটা পিঠা ঘর তৈরী করা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে আজকের এই নারী উদ্যোক্তাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি নারী উদ্যোক্তা ও সফল ব্যবসায়ী মৌবনের

নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আনজুম জনি তার বক্তব্যে বলেন, আমরা নারী।আমরাও পারি।হাজার বছরের সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা। আমরা খাদ্যরসিক বাঙালি প্রাচীনকাল থেকে প্রধান খাদ্যের পরিপূরক মুখরোচক অনেক খাবার তৈরি করে আসছে। তবে পিঠা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। শুধু খাবার হিসেবেই নয় বরং লোকজ ঐতিহ্য এবং নারীসমাজের শিল্প নৈপুণ্যের স্মারক রূপেও পিঠা বিবেচিত হয়। এদেশের নারী সমাজ লোকজ শিল্পকর্মে অত্যন্ত নিপুণ এবং সুদক্ষ।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, বাঙালিরা চিরকালই অতিথি পরায়ণ। সামাজিক বন্ধনটিও শক্ত আমাদের।এই শহরে আমরা নারী উদ্যোক্তারা মিলে এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করেছি এতে করে শহরের মানুষরা এখানে ছুটে আসবে। আনন্দ চিত্বে পিঠা উ’সবে অংশগ্রহণ করবে। পিঠা খাওয়ার পাশাাপশি আনন্দ করবে-সে আনন্দের ভাগ সবাই পাবে। এ জন্যই শীতে আমাদের এই আয়োজন।

অনষ্ঠানে সঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক কোহিনুর খানম, নারীনেত্রী ও হাটশহরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম শম্পা মাহমুদ, আফরোজা আক্তার ডিউসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণের টানে ছুটে আসা সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মুখরিত হয়ে ওঠেছে উৎসবস্থল। শীতের পিঠা-পুলিসহ নানা বৈচিত্র্যময় পিঠার পসরা সাজিয়ে উৎসবে আগত দর্শনার্থীদের মনোযোগ কেড়েছে পিঠা উৎসবে অংশ নেয় স্টলগুলো। সেই পসরায় মুগ্ধ হয়ে স্টলে স্টলে পিঠা খেতে ভিড় জমিয়েছেন সকল বয়সের মানুষ।

তিন দিনব্যাপী এ উৎসবের অংশ হিসেবে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পিঠা উৎসব চলবে। পাশাপাশি উৎসবস্থলের বটমুলে উন্মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নাচ, গান, আবৃত্তিসহ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। এতে বিভিন্ন শিল্পীদের পাশাপাশি অংশ নিচ্ছেন সময়ের সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীরা।আগামী রবিবার শেষ হবে এ অনুষ্ঠান।

মেহেরপুরে আবারও পুড়লো আড়াই বিঘা গম

মামলায় হেরে গিয়ে প্রায় আড়াই বিঘা জমিতে লাগানো গম ঘাস মারা বিষ প্রয়োগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে প্রতিপক্ষরা। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের টেংরামারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এ নিয়ে মাস খানেকের মধ্যে প্রায় ডজন খানেক চাষীর ক্ষেত নষ্ট করা হলো শত্রুতা করে।

জানাগেছে টেংরামারি গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে নজরুল ইসলাম এবং আজহারুল ইসলাম পার্শ্ববর্তী বাবুপুর মাঠে তাদের নিজ আড়াই বিঘা জমিতে গম রোপণ করেন, গমের শীষ বেরোনোর শুরু হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই ওই জমিতে ঘাস মারা বিষ প্রয়োগ করে সমস্ত গমপুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

জমির মালিক নজরুল ইসলাম জানান একই গ্রামের তেজবার আলীর ছেলে আনারুলের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল, ওই ঘটনায় মামলা দায়ের করলে আদালত আমাদের পক্ষে রায় দেন। পরে আমরা গম রোপন করি। নজরুল ইসলাম আরও বলেন মামলায় হেরে গিয়ে আনারুল ইসলাম তার লোকজন নিয়ে রাতের অন্ধকারে ঘাস মারা বিষ প্রয়োগ করে সমস্ত গম পুড়িয়ে ফেলেছে। ওই ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহন, চলছে গণনা

শীতের সকালে পৌর পিতা নির্ধারণ করতে উৎসব মূখর পরিবেশে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনে শান্তি পূর্ণভাবে ভোট গ্রহন শেষে চলছে।

শনিবার সকাল ৮ টা হতে বিকাল ৪ পর্যন্ত পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ১৮টি বুথে ভোট গ্রহন শুরু হয়। কনকনে শীতের সকালে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাইনে দাড়িয়ে নিজেদের ভোট প্রদানে যায়।

নির্বাচনে নারী ভোটারের উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যায়। এর আগে শুক্রবার সকল কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ও নির্বাচনী সরঞ্জামদি পৌছানো হলেও শনিবার সকালে ব্যালট পেপার পৌছানো হয়।

নির্বাচনে মেয়র পদে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রার্থী নৌকা ও ধানের শীষ প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও লড়াই হচ্ছে মূলত বিএনপি প্রার্থী সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল এবং আ.লীগের (বিদ্রোহী) স্বতন্ত্র প্রার্থী সহিদুজ্জামান সেলিম এর মধ্যে।

এছাড়াও সাধারণ কাউন্সিলর হিসাবে ৩৪ এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর হিসাবে ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উপজেলা নির্বাচন অফিস সূত্রমতে পৌর নির্বাচনে ২৭ হাজার ৪’শ ৯৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩ হাজার ৪’শ ৮৫ এবং মহিলা ভোটার ১৪ হাজার ৮ জন।

এদিকে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পৌরসভার ১৪টি ভোট কেন্দ্রে ১৪ জন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ৩ প্লাটন বিজিবি,৩ প্লাটন র্যাব সহ পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

পৌর সভার ৯টি ওয়ার্ডে ১৪টি ভোট কেন্দ্রের ৮৫টি বুথে ভোট গ্রহন চলছে। নির্বাচনে যে কোন প্রকার সং◌িসতা এড়াতে কঠোর অবস্থানে রয়েছেন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

দর্শনা পৌরসভা নির্বাচন, বিএনপি প্রার্থীর ভোট বর্জন

বিএনপি প্রার্থীর ভোট বর্জনের মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা

পৌরসভার নির্বাচন শেষ হয়েছে। নির্বাচন চলাকালে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে ভোটগ্রহণ।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার মেয়র পদে প্রার্থী ছিলেন তিনজন। এরা হলেন, আওয়ামীলীগ মনোনীত মতিয়ার রহমান (নৌকা), বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান (ধানের শীষ) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আশকার আলী (মোবাইলফোন)।

নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলাকালে বেলা পৌনে ১২টায় ধানের শীষের প্রার্থী হাবিবুর রহমান দর্শনা পুরাতন বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ভোটবর্জনের ঘোষণা দেন। তিনি অভিযোগ করেন, অনেক ভোটকেন্দ্র থেকে তার নির্বাচনী এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।

এজন্য তিনি ভোটবর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেলা চারটায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এ নির্বাচনে মেয়র পদে তিনজন, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে আটজন ও কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই শুরু

মেহেরপুর জেলায় ৩৬৭ জন মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ পুনরায় যাচাই বাছাই করা হচ্ছে।

শনিবার প্রথম দিনে জেলায় ১৩২ জন মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫০ জন, মুজিবনগর উপজেলায় ৫৭ জন ও গাংনী উপজেলায় ২৫ জন।

আগামী ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি বাকি মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই বাছাই করা হবে। মেহেরপুর সদরে যাচাই বাছাই কমিটিতে ছিলেন সভাপতি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা হুময়ুন কবির আরজু, সদস্য সচিব হিসেবে ছিলেন উপজেলা

নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, সদস্য মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন।

গাংনীতে সভাপতি হিসেবে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ড. আশরাফুল ইসলাম, সদস্য সচিব উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাজনেওয়াজ, সদস্য মুক্তিযোদ্ধা তাহাজ উদ্দিন ও মুক্তিযোদ্ধা মুনতাজ উদ্দিন।

মুজিবনগরে ছিলেন, সভাপতি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, সদস্য সচিব উপজেলাস নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, সদস্য মুক্তিযোদ্ধা হারান ফকির ও মুক্তিযোদ্ধা বরকত আলী।
উল্লেখ্য, জামুকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তায় (চুড়ান্ত লাল বই) বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার পরও এবং জামুকার সুপারিশ ছাড়া যাঁদের নাম ‘বেসামরিক গেজেটে’ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা কি না, তার যথার্থতা নির্ধারণের জন্য যাচাই-বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাকে যেসব তথ্য দিতে হবে- পিতা-মাতাসহ নিজের নাম, বেসামরিক গেজেট নম্বর, জন্ম তারিখ, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এর সময়-কাল, মুক্তিযুদ্ধের আগের ভূমিকা প্রশিক্ষণ গ্রহণের স্থান, অস্ত্র পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য, কোন কোন জায়গায় সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, যুদ্ধকালীন কমান্ডারদের নাম, সেকশন কোম্পানি প্লাটুন কমান্ডার কে ছিলেন, কোথায় কি ধরনের অস্ত্র সমর্পণ করেছেন, সেক্টর কমান্ডারের নাম, ভারতে ট্রেনিংরত অবস্থায় দেশ স্বাধীন হলে পরবর্তী ভূমিকা কি ছিল, ভারতীয় তালিকা লাল মুক্তিবার্তায় নাম রয়েছে এমন তিনজন মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যায়ন।

হরিণাকুন্ডুতে দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষ,

[illegible]

[illegible]

[illegible]- [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible] Cakes o’ Clock [illegible] “[illegible]

[illegible]

[illegible] #[illegible] [illegible]

[illegible] #[illegible] [illegible]

[illegible] Cakes o’ Clock [illegible] ([illegible]), [illegible]

[illegible] Cakes o’clock [illegible] ([illegible]) [illegible], Cakes o’clock [illegible] #[illegible] [illegible]

[illegible] Cakes o’clock[illegible]

[illegible] Cakes o’ Clock [illegible]

মেহেরপুর ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি বাবলু বিশ্বাস

মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি পদে উপ-নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস । ১৭ টি ভোট পেয়ে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাহিনুর রহমান রিটন পেয়েছেন ৪ টি ভোট। অবশ্য রিটন তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন ভোট গ্রহণের কয়েক ঘন্টা পূর্বে।

শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২২ জন ভোটারের মধ্যে ২১ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন। পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা ক্রিয়া অফিসার আরিফ আহম্মেদ।

উল্লেখ্য মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি কে এম আতাউল হাকিম লাল মিয়ার মৃত্যুজনিত কারণে সভাপতি পদ শূন্য হয়ে যায়।

মেপ্র/এমএফআর

জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ শিক্ষার্থী

এ বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ শিক্ষার্থী। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৪৭ হাজার ২৮৬। এ বছর জিপিএ-৫ এর শতকরা হার ১১.৮৩ ভাগ। গত বছর এ হার ছিল ৩.৫৪ ভাগ।

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ বছর শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭। পাশের হার শতভাগ।

গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও করোনাভাইরাসের মহামারীর কারণে তা আর নেওয়া যায়নি। সে কারণে অষ্টমের সমাপনী এবং এসএসসির ফলাফলের গড় করে ২০২০ সালের এইচএসসির ফল নির্ধারণ করা হয়েছে। পরীক্ষা ছাড়া ফল প্রকাশের জন্য আইনও সংশোধন করতে হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অফিস’র উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নির্বাচনী অফিস এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে পৌর এলাকার মিয়াপাড়ায় এ নির্বাচনী অফিস এর উদ্বোধন করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

এ সময় তিনি বলেন নৌকা স্বাধীনতার প্রতীক, নৌকা বঙ্গবন্ধুর প্রতীক, নৌকা জননেন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতীক, নৌকা বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুনের প্রতীক।

আপনারা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারীর পৌর নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে আলমডাঙ্গা পৌর সভার উন্নয়নে সাহায়তা করবেন। আমি ইতোমধ্যে ৩৩টি রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু করেছি, বৈশ্বিক মহামারির কারণে আমরা কিছুটা পিছিয়ে গেছি, তারপরও পানির লাইনের কাজ টেন্ডার হয়ে গেছে, ড্রেনের কাজ চলছে।

আগামীতে একটা নতুন মেগা প্রকল্পে আমরা ঢুকবো, সেটা হলে আলমডাঙ্গা মডেল পৌর সভা হিসেবে আখ্যা পাবে। মানুষ মাত্রই ভুল ত্রুটি হয়, আমরও হতে পারে, আমি আপনাদের কাছে মনের অজান্তে যদি কোন ভুল করি তবে নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম। এছাড়াও, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী

লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন। সাবেক জেলা ছাত্রলীগের নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোল্লা আবু জাফরের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন,

জেলা মৎসজীবী লীগের আহবায়ক শাহাবুল হক, উপজেলা আহবায়ক রেজাউল হক, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানর রহমান, ওলিউল্লাহ, এ্যাডঃ মখলেছ উদ্দিন, মুছা হক, মাজেদ ভুইয়া, প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক, যুব লীগ নেতা কাজী চন্দন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক হাসানুজ্জামান, আব্দুল মজিদ, সোনা উল্লা, মজিবুল হক প্রমুখ।

এরপর আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের অফিস উদ্বোধন করা হয়।